



158299 - পুরুষেরে জন্য প্রাকৃতিক রশেমেরে কাপড় পরা, এর উপর বসা এবং এতে ঘুমানো হারাম

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী বহিনার জন্য রশেমেরে চাদর কনিতো চায়। আমার জন্য কিসটোর উপর ঘুমানো জায়যে হবো?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

পুরুষেরে জন্য যমেন প্রাকৃতিক রশেমেরে পটেশাক পরা জায়যে নহে তমেনভিবো তার জন্য এর উপর বসা, ঘুমানো বা এটা গায়ো জড়ানো জায়যে নহে। কারণ সহহি বুখারীতে (৫৮৩৭) হুয়াইফা রাদয়ীল্লাহু আনহু থেকে বরণতি আছে যো, তিনি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে মোটা ও চকিন রশেমী বস্ত্র পরধান করতো ও তাতে বসতে নষিধে করছেন।”

হাফযে ইবনে হাজার রাহমীহুল্লাহ বলনে: হাদসিরে ভাষ্য: “এর উপর বসতে নষিধে করছেন” যারা রশেমেরে উপর বসা নষিধি বলনে হাদসিটির এ অংশ তাদের পক্ষো শক্তিশালী দলীল। এটাই অধিকাংশ মাযহাবেরে অভিমিত। ইবনে ওয়াহব তার জামে গ্রন্থে বরণনা করনে, সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস বলনে: রশেমেরে উপর বসার চাইতে জলন্ত অঙ্গারেরে উপর বসা আমার কাছো প্রিয়।”[সংক্ষেপে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়মি রাহমীহুল্লাহ বলনে: “যদি এই বক্তব্যটা না আসত তদুপর পরা থেকে নষিধে করা বসা ও গায়ো জড়ানো থেকে নষিধে করাকেও অন্তর্ভুক্ত করত। আরবী ভাষায় ও ইসলামী শরয়িতে এটাকে পরধান বলা হয়। যমেন আনাস বলনে: ‘আমি আমাদরে একটা চাটাই আনার জন্য উঠে গলোম যা অধিক পরধানের কারণে কালো হয়ে গয়িছিলি।’ [বুখারী: ৩৮০, মুসলমি: ৬৫৮] বহিনার চাদর হসিবো ব্যবহার করার নষিধোজ্ঞাকো অন্তর্ভুক্তকারী সাধারণ শব্দ যদি উদ্ধৃত না হত তদুপর নিছিক কয়্যাস এই নষিধোজ্ঞাকো আবশ্যিক করত।”[সমাপ্ত] ই’লামুল মুওয়াক্কদিন (২/৩৬৬)]

ইমাম নববী রাহমীহুল্লাহ তার ‘মাজমু’ বইয়ে (৪/৩২১) বলনে:

“পুরুষেরে জন্য মোটা ও চকিন রশেমেরে কাপড় পরধান করা, এর উপরে বসা, এর দকিঠেসে দেওয়া, এটা দিয়ে আবৃত করা, এটাকে পরদা হসিবো গ্রহণ করা এবং অন্য সব ধরনের ব্যবহারই হারাম। এতে কোনো মতভদে নহে। শুধু রাফযী থেকে বরণতি একটা বচ্ছিনি মত আছে যো পুরুষেরে জন্য এর উপরে বসা বধে। এ মতটা বাতলি, স্পষ্ট ভুল এবং এই সহীহ হাদীসেরে বপরীত। এটাই আমাদরে মাযহাব। পরধানেরে বষিয়ে ইজমা সংঘটিত হয়ছে। অন্য বষিয়গুলোকে ইমাম আবু হানীফা জায়যে



বলছেন। আর হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত হয়েছেন: ইমাম মালকে, ইমাম আহমদ, ইমাম মুহাম্মাদ ও দাউদসহ অন্যান্যরা। আমাদের দলীল হচ্ছে— হুয়াইফার হাদীস। তাছাড়া পরধীন করা হারাম হওয়ার কারণটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বদ্যমান। এবং যহেতে প্রয়োজন থাকা সত্বেও পরধীন করা হারাম সহেতে অন্যান্য বিষয়গুলো হারাম হওয়া আরো বেশী উপযুক্ত।”[সমাপ্ত]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়াতে (৫/২৭৮) বর্ণিত আছে:

“নারীদের জন্য রশেমের কাপড়েরে বহিনার চাদর ব্যবহার করা বধৈ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহরা একমত। পক্ষান্তরে পুরুষদেরে জন্য হারাম বলছেন অধিকাংশ মাযহাবেরে আলমেগণ; তথা মালকী, শাফয়ী ও হাম্বলীরা।”[সমাপ্ত]

শাইখ সালহি আল-ফাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “রশেমেরে তরৈ কম্বল, লপে ও বহিনার চাদর ব্যবহার করার হুকুম কী?” তিনি উত্তর দনে: “পুরুষদেরে জন্য রশেমেরে লপে ও বহিনার চাদর ব্যবহার করা জায়যে নহৈ। কনেনা আল্লাহ পুরুষদেরে জন্য এটা হারাম করছেন।”[সমাপ্ত]

[আল-মুনতাকা মনি ফাতাওয়াল ফাওয়ান (৭/৯৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জনে রাখা বাঞ্চনীয়: হারাম হলো প্রাকৃতিক রশেম; কৃত্রিম রশেম নয়। এ ব্যাপারে জানার জন্য পড়ুন: 30812 নং প্রশ্নোত্তর।

সুতরাং চাদরটা যদি প্রাকৃতিক রশেমেরে হয়ে থাকে তাহলে আপনার জন্য এর উপর বসা বা ঘুমানো জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।